পুরুষের অংশগ্রহণ
মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০০৭

WORLD POPULATION DAY

11 July 2007

MEN AS PARTNERS IN
MATERNAL HEALTH

Directorate General of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare — বিশেষ ক্রোড়পত্র — পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২৭ আষাঢ় ১৪১৪
১১ জুলাই ২০০৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী সমাজের পূর্ণ অংশগ্রহণ। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়, অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য । নারীকে সবল ও সুস্থ রাখতে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষের সমর্থন, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাও অত্যন্ত জরুরি । সরকার মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গ সফল করতে পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আরো জোরদার করতে হবে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নে আমি নারী-পুরুষ সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানাই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ

মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের ভুমিকা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭- এর প্রতিপাদ্য হলো – **'Men as Partners in Maternal Health'** বাংলায় যার ভাষান্তর করা হয়েছে – **'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'**। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মাতৃস্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি নির্বাচন করা হয়েছে। নারীর মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বিশ্বে বর্তমানে প্রতি বছর পাঁচ লাখেরও বেশি মহিলা গর্ভ ও প্রসবজনিত কারণে মারা যান। সে হিসেবে বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মহিলার মৃত্যু হচ্ছে। এদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা। এ ধরনের মৃত্যু একটি পরিবারকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয় এবং পরিবারে বেঁচে থাকা শিশুটিরও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়। তদুপরি প্রতি একজন মহিলার মৃত্যুর অনুপাতে বিশ বা ততোধিক মহিলা মারাত্মক জটিলতায় ভোগেন। এসব জটিলতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত থেকে শুরু করে মারাত্মক ক্ষতিকর সমস্যা যেমন অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা পর্যন্তও হতে পারে, যা মহিলার জীবনে যেমন, তেমনি তাঁর পরিবারেও ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসতে পারে।

মাতৃস্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিকভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজের পুরুষদেরকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্যই এ বছরের প্রতিপাদ্যে পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউএনএফপিএ-র নির্বাহী পরিচালক থোরাইয়া ওবায়েদ-র একটি বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, "We see men and women as partners in a relationship built on mutual respect, trust and commitment. Partnering with men promotes the right of every woman, man and child to enjoy a life of health and equal opportunity."

বাংলাদেশের অগ্রগতি:

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (ICPD) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য- ৪ ও ৫-এ (MDG 4 & 5) ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাতৃমৃত্যু তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে সরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমে ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যুর হার ২.৪-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে জরুরি প্রসূতি সেবাসুবিধা সম্প্রসারণ, ১৫০০টি এফডব্লিউসি আপগ্রেডকরণ, ৫০% প্রসব সিএসবিএ (Community based Skilled Birth Attendant) দের দ্বারা সম্পন্ন করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৪ ও ৫ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। বিগত দশকে শিশুমৃত্যুর হার ৮৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৫-তে নেমে এসেছে এবং মাতৃমৃত্যুর হার ২২ শতাংশ কমেছে যা এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচায়ক।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এবং নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি লাখে ৩২০ জন এবং প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১ জন। ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যুর হার ২.৪-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম আরো দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:

মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুহ্রাসে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এক একেত্রে নীতিসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। দরিদ্র মহিলা এবং তাদের নবজাত-সন্তানদের জরুরি চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে দাতাসংস্থাসমূহ এবং জাতিসংঘ এজেন্সীসমূহ (ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউএনএফপিএ) একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৪ ও ৫ অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম আরো দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে সমতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যু ও অসুস্থতা হ্রাস করা ।

মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে ইউএনএফপিএ-র বিশেষ ভূমিকা:

নিরাপদ মাতৃত্বের ২০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বছর ইউএনএফপিএ মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বছরের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে। এ বছর পুরো সময়টা জুড়েই মাতৃস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হবে। এ উপলক্ষে আগামী ১৮-২০ অক্টোবর ২০০৭ লন্ডনে অনুষ্ঠেয় 'Women Deliver' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে সারা বিশ্ব থেকে বিপুলসংখ্যক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন।

মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষায় পুরুষের অংশগ্রহণ:

পিতা, স্বামী, কমিউনিটির নেতা, ধর্মীয় নেতা ও সমাজসেবী হিসেবে একজন পুরুষ তাঁর পরিবারের মেয়েশিশু, কিশোরী ও মহিলার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। স্ত্রীর গর্ভধারণ ও সন্তানের পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে একজন স্বামী যদি পূর্ব থেকেই সঠিকভাবে অবহিত থাকেন, তাহলে জটিলতার মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন । একটি মেয়েশিশু এবং কিশোরী আগামীদিনের একজন গর্বিত মা। তার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পিতা হিসেবে এসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা প্রতিটি পুরুষেরই নৈতিক দায়িত্ব।

গর্ভপূর্ব, গর্ভকালীন এবং গর্ভপরবর্তীকালে পুরুষের করণীয়:

একজন নারীর গর্ভপূর্ব, গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী সময়ে একজন পুরুষের অনেক কিছুই করণীয় থাকে। প্রধানত: ৩টি ক্ষেত্রে এ বিষয়ে পুরুষেরা নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেন – জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে মিডওয়াইফ-এর সেবাপ্রাপ্তি এবং জরুরি প্রসূতি সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে। এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণরোধ এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ, জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন বন্ধ করা, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এসব ক্ষেত্রেও পুরুষেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিশ্বের অনেক দেশেই দারিদ্র্য এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতার কারণে নারী তাঁর গর্ভধারণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা করতে সক্ষম হন না। বিশ্বে কমপক্ষে ২০ কোটি নারী রয়েছেন যারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান কিন্তু সঠিক তথ্য ও সেবার অভাব কিংবা তাঁদের স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও সমাজের লোকদের সহযোগিতার অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। কাঙ্ক্ষিত সন্তান-সংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচনের বিষয়টি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যোগাযোগ বা মতবিনিময়ের ওপর। এজন্য পরিকল্পিত গর্ভধারণসহ গর্ভবতীর যেকোনো ধরনের পরিচর্যায় পরিবার ও কমিউনিটির পুরুষ সদস্যদেরকে দায়িত্বশীলতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৪
১১ জুলাই ২০০৭

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন' আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে জনগোষ্ঠীর এ অংশকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে মাতৃ-মৃত্যুর উচ্চহার এক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ সকলকে আরো যত্নশীল হতে হবে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০০৭-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৪
১১ জুলাই ২০০৭

বাণী

আজ ১১ জুলাই, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে- 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'। প্রতিপাদ্যে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য যথার্থভাবেই পুরুষের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

একটি দেশের প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এটা নিশ্চিত করতে হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ করে নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মেয়েশিশু, কিশোরী ও মহিলার প্রতি আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে। আজকের মেয়েশিশু ও কিশোরীই হচ্ছে আগামী দিনের মা।

আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা অবকাঠামো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেবা কেন্দ্রে এসে সেবা গ্রহণের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। এ প্রবণতা রোধ করার জন্য স্থানীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে এবং প্রতিটি প্রসব নিরাপদ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক – এই কামনা করছি।

মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ)

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৭ আষাঢ়, ১৪১৪
১১ জুলাই, ২০০৭

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন' যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয় সম্পর্কে এখনো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাবে বিশ্বে প্রতিবছর ৫ লাখেরও বেশি মহিলা গর্ভজনিত জটিলতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন, যার ৯৯ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের।

বাংলাদেশে মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রতিবেশী দেশ ভিয়েতনাম কিংবা শ্রীলংকা থেকে এখনো আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং সময়মতো সঠিক সেবা গ্রহণ না করা। তদুপরি এ বিষয়ে পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ব্যাহত করছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

গর্ভধারণে মায়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য তথা প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষদের সম্পৃক্ততা জোরদারকরণের জন্য আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচি সফল হোক, এ কামনা করছি।

(জামিল ওসমান)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১ জুলাই ২০০৭
২৭ আষাঢ় ১৪১৪

বাণী

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারাদেশে আজ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Men as Partners in Maternal Health" যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'। প্রতিপাদ্যে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও উদ্বেগজনক এবং এ কার্যক্রমে পুরুষের অংশগ্রহণও আশানুরূপ নয়। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিভিন্ন অনুকূল পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও আমাদের দেশে মূলত গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতার কারণে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এখনও অনেক বেশি। সচেতনতার অভাব, সেবাকেন্দ্রে গিয়ে সেবাগ্রহণে অনীহা, প্রাচীন খাল-ধারণা এবং অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহণে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে। মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরও অংশগ্রহণ সীমিত। এ অবস্থা নিরসনে কার্যক্রমে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বিশ্বব্যাপী মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এসব লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে এবং মাঠ পর্যায়ে মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (২০০৩-২০১০) অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যাবলী এ আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতিতেও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আমাদের আরো আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যে সকল কর্মসূচি নেয়া হয়েছে আমি সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

এ কে এম জাফর উল্লা খান

দুটি সন্তানের বেশি নয়
একটি হলে ভাল হয়

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১১ জুলাই, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে **'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'** যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। কারণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের অংশগ্রহণ অনেক কম।

সুস্থ সন্তান পেতে হলে সুস্থ মা প্রয়োজন। মাতৃস্বাস্থ্যের অবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের সূচক নির্দেশ করে। মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে দেশের জনসংখ্যাকে সমীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। কারণ অধিক জনসংখ্যা সমাজে ক্রয়ক্ষমতা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে জনগণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা কঠিন হবে । বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্যসহ কিশোর-কিশোরীদের জন্য চিকিৎসা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ আরো কঠিন হয়ে পড়বে। এ জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।

মাতৃস্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় সেবা কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সেবাকেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণের আগ্রহ আশানুরূপ নয়। এজন্য সেবাকেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরী, চাহিদানুযায়ী সেবা প্রদান, সেবাগ্রহীতাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও সেবাকেন্দ্রে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ ও নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। এসবের পাশাপাশি উপযুক্ত বয়সে বিয়ে, যথেষ্ট বিরতিতে সন্তান গ্রহণ এবং সন্তান প্রসবের আগে, পরে এবং প্রসবকালে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পরিবারের পুরুষ সদস্য এক সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়গুলোর প্রতি আরো যত্নবান হওয়ার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে (২০০৩-২০১০) অগ্রাধিকারভাব বিষয় হিসেবে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যাবলীতেও মাতৃমৃত্যু হ্রাসকে গুরুত্ব দিয়ে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা ও শিশুর অপুষ্টি হ্রাসের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্য হিসেবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় তাদের সন্তানসংখ্যা কম। অপরদিকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সন্তানসংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে একটি ব্যবধানতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা নিরসনের জন্য কারখানা জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, চরাঞ্চল ও হাওর এলাকার জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম সার্থক ও সুন্দর হবে- এই প্রত্যাশা করছি।

২৭ আষাঢ় ১৪১৪
১১ জুলাই ২০০৭

(মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)

Executive Director
United Nations Population Fund
(UNFPA)

Message

On the occasion of World Population Day 2007

World Population Day is a time to focus on commitment and action to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of HIV/AIDS, and every girl and woman is treated with dignity and respect. The theme of this year's World Population Day is "Men as Partners in Maternal Health." Today too many women die needlessly from complications of pregnancy and childbirth. Every minute, the loss of a mother shatters a family and threatens the well-being of surviving children. And for every woman who dies, 20 or more women experience serious complications such as obstetric fistula.

World leaders have committed themselves to improving maternal health and advancing gender equality. And men can make a tremendous contribution by using their power for positive change. Men have power in wide-ranging situations from personal and family decisions to policy and programme decisions taken at all levels of Government.

UNFPA supports safe motherhood initiatives around the world. We work with governments and other partners to ensure that every woman has access to three reproductive health services that save women's lives. These are voluntary family planning, skilled attendance at birth, and emergency obstetric care if complications arise during delivery. Experience shows that men's involvement and participation can make all the difference. By discouraging early marriage, promoting girls' education, fostering equitable relationships, and supporting women's reproductive health and rights, progress is made.

Today, on World Population Day, it is time for all men-as fathers, brothers, husbands, community and religious leaders, and government officials-to become partners in maternal health. Together we can make this the last day that 1,440 women died during pregnancy and childbirth. Let us go forward with the message: No woman should die giving life. And let us do all we can to promote the right of every woman to enjoy a life of health, dignity and equal opportunity.

Thoraya Ahmed Obaid
Executive Director, UNFPA

UNFPA Representative
Bangladesh

Message

I am extremely happy to write this message in celebration of World Population Day 2007. The Day is observed all over the world to draw public attention to the challenges related to population issues. The Government and the people of Bangladesh have had a very strong tradition in observing this important Day, which was established by the United Nations in 1989. The theme for this year's World Population Day is "**Men as Partners in Maternal Health**". The theme, with its focus on maternal health, was deliberately chosen to commemorate the 20th anniversary of the Safe Motherhood Initiative.

Improving the health of pregnant women and mothers is not only a medical issue, it is a socio-cultural issue as well. In many societies, pregnancy and childbirth are considered the domain of women, and men are only to be involved when an emergency occurs. But ironically, in many societies it is the men who have the sole decision-making power in their roles as fathers, husbands, community leaders, religious leaders and political leaders that can directly affect a woman's health.

After all, men's involvement is fundamental in supporting women's reproductive health and transforming the social roles that constrain reproductive health and rights. To achieve the national maternal health goal of reducing maternal mortality by 75% in 2015, we must engage men in making a personal and political commitment to using their power for a positive change.

The United Nations Population Fund (UNFPA) is currently supporting a number of initiatives involving elected and other community leaders, religious leaders, and members of law enforcement agencies bodies, to ensure increased male involvement towards the improvement of maternal health. UNFPA is committed to provide support to the Government and people of Bangladesh in bringing a positive social change that will make every birth a safe and desired one, because every one counts. Let's all do what is in our power to ensure that no woman dies while giving life.

Arthur Erkén
UNFPA Representative

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২৭ আষাঢ় ১৪১৪
১১ জুলাই ২০০৭

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য 'পুরুষের অংশগ্রহণ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের সরাসরি ও সহযোগী ভূমিকার বিকল্প নেই। এর পাশ